পলিসি ব্রিফ
#১৪৬-৬/২০২৪
ডিসেম্বর ২০২৪

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"নতুন বাংলাদেশ"

নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘নতুন বাংলাদেশ’: নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার

পলিসি ব্রিফ

প্রেক্ষাপট

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ৮ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের কাছে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত ও বৈষম্যহীন ‘নতুন বাংলাদেশ’ গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো ও পরিবেশ তৈরি করা।

কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা চিরস্থায়ীকরণের অপপ্রয়াসের অন্যতম কারণ–জবাবদিহির ঊর্ধ্বে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বহুমাত্রিক দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ ও অর্থপাচারসহ বহুমুখী দুর্বৃত্তায়নের বিচারহীনতা নিশ্চিত করা। ‘নতুন বাংলাদেশে’ রাষ্ট্র-সংস্কার ও জাতীয় রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মূল অভীষ্ট দুর্নীতি, তথা ক্ষমতার অপব্যবহারের এই বিচারহীনতার মূলোৎপাটন করা। এই অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠানের আমূল সংস্কারের পাশাপাশি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা জোরদার করতে গণমাধ্যমসহ সকল অংশীজন ও সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপযোগী নিষ্কণ্টক পরিবেশ অপরিহার্য। তবে সার্বিক রাষ্ট্র পরিচালনা কাঠামোকে দলীয়করণ ও পেশাগত দেউলিয়াপনা থেকে উদ্ধার করা ছাড়া দুর্নীতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় এমন আমূল পরিবর্তন আনতে হবে যেন জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহিতায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী শুদ্ধাচার নিশ্চিত করে বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনে বিবিধ ঘাটতি বিদ্যমান। নির্বাচনে সুবিধা আদায়ের জন্য বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক বিবেচনায় নির্বাচন কমিশন গঠন এবং নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট আইন পরিবর্তন করে কমিশনের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। নির্বাচনে সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র না থাকাসহ বিবিধ অনিয়মের অভিযোগে প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন বর্জন করেছে। বিশেষ করে, বিগত ষোল বছরে তিনটি জাতীয় নির্বাচনসহ অধিকাংশ স্থানীয় সরকার নির্বাচনই অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ হয়েছে। ফলে কমিশনের ওপর জনগণের আস্থার ব্যাপক অবনতি ঘটে, এবং নির্বাচনের মাধ্যমে জনরায়ের বাস্তব প্রতিফলন না ঘটায় বাংলাদেশে কর্তৃত্ববাদী সরকারের উত্থান ঘটে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ হিসেবে নির্বাচন কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে টিআইবি ইতোমধ্যে কয়েকটি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা পরিচালনা করেছে। অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে একটি কমিশন গঠন করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করা, নির্বাচনের সথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতসহ সার্বিকভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় শুদ্ধাচার নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে টিআইবি নিজস্ব গবেষণার আলোকে নিচের সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে।

সুপারিশমালা

সাংবিধানিক এবং আইনি সংস্কার

১. একটি স্বাধীন, শক্তিশালী ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নির্বাচন কমিশন গঠন এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিতে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। এক্ষেত্রে সংবিধানে -
   - আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে;
   - রাষ্ট্রপতিকে স্বাধীনভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে;
   - নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা এবং দায়িত্বসমূহ (আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ, সংলাপ আয়োজন, রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধান, নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ এবং সকল দলের প্রতিযোগিতার সমান ক্ষেত্র তৈরি ইত্যাদি) সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

২. সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ‘প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন, ২০২২’ সংশোধন করতে হবে এবং নিম্নের বিষয়গুলো আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে-

- রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির সহায়তায় অনুসন্ধান কমিটির সদস্যদের নিরপেক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ করবেন এবং কমিটিতে নির্বাহী বিভাগের সংশ্লিষ্টতা পরিহার করবেন। এ কাজে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।
- অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত নাম ও জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করতে হবে এবং গণশুনানীর আয়োজন করতে হবে;
- প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সকল কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনে অন্তর্ভুক্ত যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলীর প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।

৩. নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, নির্বাচনকালীন সরকার, প্রশাসন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সকল অংশীজনের নিরপেক্ষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত নির্বাচনকালীন ভূমিকা পালন, এবং নির্বাচনে সকল দল ও প্রার্থীর প্রতিযোগিতার সমান ক্ষেত্র (লেভেল প্লেইং ফিল্ড) নিশ্চিতে গণপ্রতিনিধিত্ব আইনে নিম্নলিখিত সংশোধন করতে হবে-

- নির্বাচন আয়োজনের দায়িত্ব প্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্বাচন-পূর্ব তিন মাস এবং নির্বাচন-পরবর্তী তিন মাস পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের অধীনে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- নির্বাচন-পরবর্তী সংঘাত এবং সহিংসতাসহ প্রার্থী এবং দলের নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ প্রমাণিত হলে কমিশন কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের এখতিয়ার প্রদান করতে হবে;
- নির্বাচনকালীন সময়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট আংশীজনদের নির্বাচন-কেন্দ্রিক আচরণ বিধি সুস্পষ্ট করতে হবে;
- নির্বাচনকালীন সময় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে-কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ এবং এ আইন আমান্য করলে চাকরি থেকে বরখাস্তসহ কঠোর সাজার ব্যবস্থা আইনে যুক্ত করতে হবে;
- জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়ে 'নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি' কর্তৃক আচরণবিধি-সংক্রান্ত অনিয়ম অনুসন্ধান, তদন্ত এবং দ্রুত সময়ে বিচার করার এখতিয়ার প্রদান করতে হবে;
- নির্বাচন কমিশনের একটি নির্দিষ্ট সংসদীয় আসনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল বাতিল করার ক্ষমতা রহিত করা এবং অনিয়মের অভিযোগে শুধু নির্বাচনের দিন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ (পোলিং) বাতিল করা-সংক্রান্ত সংশোধনী বাতিল করতে হবে;
- মনোনয়নপত্র জমার আগের দিন পর্যন্ত ব্যাংকঋণ ও বিভিন্ন পরিষেবার বিল পরিশোধের অনুলিপি জমা দেওয়ার সুযোগ এবং ঋণখেলাপি প্রার্থীদের ভোটে দাঁড়ানোর জন্য দশ থেকে ত্রিশ শতাংশ নগদ অর্থ জমা দিয়ে খেলাপি ঋণ পুনঃ তফসিল করার শর্ত শিথিল করা-সংক্রান্ত সংশোধনী বাতিল করতে হবে;
- নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থীর নিজের ও পরিবারের নিকট আত্মীয়দের (স্বামী, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, বাবা, মা, ভাই, বোন, শশুর, শাশুড়ি ইত্যাদি) দেশে ও বিদেশে সম্পদ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম থাকলে তার ঘোষণা এবং বিবরণী দিতে হবে। প্রার্থীর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যবসা সম্পর্কে তথ্য প্রদান এবং তা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা বাধ্যতামূলক করতে হবে;
- মোবাইল এসএমএস, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচারণা কার্যক্রম (ফেসবুক, ইউটিউব, ইনিস্টাগ্রাম, এক্স প্লাটফর্মে প্রচারণামূলক বিজ্ঞাপন, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার এবং ডিপ ফেইক ব্যবহার করে ভোটারদের বিভ্রান্ত করা, নির্বাচনী প্রচারণার জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রচারণার অব্যাহত রাখা ইত্যাদি) আইনের আওতায় আনতে হবে;
- প্রার্থীদের পরিবেশ বান্ধব প্রচারণায় বাধ্য করতে হবে। প্রচারণায় লেমিনেটেড প্লাস্টিক পোস্টার এবং উচ্চ শব্দে মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং আইন অমান্য করলে শাস্তির বিধান যুক্ত করতে হবে;
- জাতীয় নির্বাচন-সম্পর্কিত খবর প্রচারে সরকারি প্রচার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট দলের একচেটিয়া ব্যবহার বন্ধ, এবং এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর প্রার্থীর সংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রচারণার সময়/সুযোগ প্রদানে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা যুক্ত করতে হবে;
- প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন এবং মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ইভিএম ব্যবহার হলে সেক্ষেত্রে পেপার ট্রেইল সংযুক্ত করার বিধান করতে হবে;
- নির্বাচনী আসনে মোট ভোটারের সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয়ের একটি যৌক্তিক পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে;
- প্রার্থী এবং দলের ব্যয় বিবরণী দাখিলের পদ্ধতিটি অনলাইন-ভিত্তিক করতে হবে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী নির্বাচনের ৩০ দিনের মধ্যে দাখিল করার বিধান যুক্ত করতে হবে। নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী যাচাই-পূর্বক কোনো অসামঞ্জস্য পাওয়া গেলে জনপ্রতিনিধিত্ব বাতিল করতে হবে।

৪. নির্বাচনে 'না' ভোটের পুনঃপ্রচলন করতে হবে।

৫. সরকারি কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ সংশোধন করে অবসরের পাঁচ বছর অতিবাহিত না হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার বিধান করতে হবে।

রাজনৈতিক দল সংশ্লিষ্ট সংস্কার

৬. সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে একটি আলাদা কমিশন গঠন করে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করতে হবে।

৭. রাজনৈতিক দলে গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করতে এবং দলগুলোর নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে 'কমিশনে রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন আইন, ২০২০' সংশোধন করতে হবে। এবিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে নিম্নোক্ত সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ এবং বিষয়সমূহ কমিশনের যথাযথ তদারকির আওতায় আনতে হবে–

- নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন কার্যক্রমে কমিশনের নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জাবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে, নিবন্ধনের জন্য আবেদন আহ্বান, প্রাথমিক যাচাই-বাছাই, আবেদন বাতিল ও প্রত্যাহার, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া এবং নিবন্ধন প্রদানের শর্ত ও যোগ্যতা সুস্পষ্ট করতে হবে।
- নির্বাচন ও জনপ্রতিনিধিত্বে সকল পেশার ভারসাম্য রক্ষায় আইনি বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে। রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনবৈচিত্র্য, যেমন তরুণ প্রজন্ম, নারী, আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের বিধান করতে হবে। রাজনৈতিক দলের মনোনয়নে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ তরুণ ও ৩০ শতাংশ নারী প্রতিনিধি থাকতে হবে। রাজনৈতিক দল কর্তৃক কোনো একটি বিশেষ পেশার মানুষদের (ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক ইত্যাদি) মধ্যে থেকে ২৫ শতাংশের বেশি প্রতিনিধি না রাখার বাধ্যবাধকতা প্রদান করতে হবে।
- সকল স্তরে নির্বাচনে মনোনয়ন বাণিজ্য বন্ধে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দলীয় সংশ্লিষ্টতা ও অবদানকে যথাযথ প্রাধান্য দিয়ে তৃণমূল পর্যায় থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের প্রাথমিক তালিকা সংগ্রহ এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রার্থী চূড়ান্ত করার বিধান করতে হবে। একইসাথে, মনোনয়নের ক্ষেত্রে দল কর্তৃক নির্ধারিত ফি ব্যতিত যে কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;
- নৈতিক স্খলনের দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ এবং নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন না দেওয়ার বিধান যুক্ত করতে হবে;
- রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়ার পাশাপাশি দলীয় ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে দলের কেন্দ্রীয়/নীতি নির্ধারনী পর্যায়ের নেতাদের সম্পদের হিসাব জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার বিধান যুক্ত করতে হবে;

আসন পুনর্বিন্যাস, ভোটার তালিকা, পর্যবেক্ষক নিবন্ধন, তফসিল ও হলফনামা সংক্রান্ত সংস্কার

৮. সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত গাইডলাইন অনুসরণ করে "জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন ২০২১" সংশোধন করতে হবে। এক্ষেত্রে, সর্বশেষ জনশুমারিকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৯. ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। হালনাগাদের জন্য স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ এবং ভোটার অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে। জাতীয় পরিচয় পত্র, জন্ম এবং মৃত্যুসনদ তথ্যভাণ্ডারের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমকে সয়ংক্রিয় পদ্ধতির মধ্যে আনতে হবে।

১০. নির্বাচন পর্যবেক্ষক নিবন্ধন এবং তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকদের অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা ও রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা যাচাই-বাছাই, এবং পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করাসহ এসংক্রান্ত কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কমিশনের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

১১. নির্বাচনকালে রাজনৈতিক দলসমূহের মনোনীত প্রার্থীদের হলফনামায় বর্ণিত সম্পদ বিবরণী ও নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয় পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত আয়-ব্যয়, সম্পদ, ঋণ এবং দায় বিবরণীসহ অন্যান্য তথ্যের সঠিকতা ও পর্যাপ্ততা এবং সম্পদ কতোটা বৈধ উপায়ে অর্জিত তা দ্রুততার সাথে যাচাইয়ে কমিশনকে একটি অটোমেশন পদ্ধতি প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রে-

- হলফনামায় তথ্য প্রদানের পদ্ধতিটি আনলাইন-ভিত্তিক করে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা দাখিল বাধ্যতামূলক করতে হবে। দখিলকৃত তথ্য আইনিভাবে বৈধ নথি হিসেবে বিবেচিত হবে;
- নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে একটি 'হলফনামা তথ্য যাচাই-বাছাই কমিটি' গঠন করে আনলাইন পদ্ধতিতে প্রদত্ত তথ্য দ্রুততার সাথে যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করতে হবে;
- 'হলফনামা তথ্য যাচাই-বাছাই কমিটি'-তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইউ), দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), আসন-সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। হলফনামা যাচাই-বাছাই কমিটির সদস্যদের আনলাইন পদ্ধতিতে প্রবেশগম্যতা প্রদান করতে হবে;

- ‘হলফনামা তথ্য যাচাই-বাছাই কমিটি’র কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে প্রয়োজনীয় আইনি সংশোধন করতে হবে;

১৩. বাতিলের শর্ত এবং বাতিলের কারণসহ বাতিল হওয়া মনোনয়ন প্রার্থীদের তালিকা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশ করতে হবে।

নির্বাচনী আচরণবিধি ও চর্চার সংস্কার

১৪. নির্বাচনী আচরণবিধি-সংক্রান্ত আইনের সংস্কার ও তা প্রয়োগ নিশ্চিতে কমিশনকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে, তফসিল ঘোষণার পূর্বে তিন মাস এবং নির্বাচন-পরবর্তী তিন মাস সময় রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে। তফসিল ঘোষণার পূর্বে রাজনৈতিক দলের প্রচারণা নিষিদ্ধসহ এই ছয়মাস সময়ে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম এবং এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট করতে হবে;

১৫. নির্বাচনে অবৈধ অর্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং মোবাইল আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় নির্বাচন কমিশনের আওতায় আলাদা অনুসন্ধান কমিটি গঠন করতে হবে।

১৬. নির্বাচনকালীন সময় সংবাদমাধ্যমের অবাধ ও মুক্ত তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

১৭. নির্বাচনের দিন দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকদের দেশের যে কোনো কেন্দ্রের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি প্রদান করতে হবে।

১৮. জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচনী বিতর্ক আয়োজন এবং তা সরাসরি সম্প্রচার এবং স্থানীয় পর্যায়ে (সংসদীয় আসনভিত্তিক) প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনী বিতর্ক, জনগণের সাথে প্রশ্নোত্তর সভা আয়োজনের বিধান করতে হবে।

১৯. তফসিল ঘোষণা থেকে নতুন সরকার গঠন পর্যন্ত সময়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক পরিবেশ পরিবীক্ষণ করতে হবে এবং সকল দলের প্রার্থী ও কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

নির্বাচনী অভিযোগ তদন্ত ও শাস্তি সংক্রান্ত সংস্কার

২০. যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আনীত নির্বাচনী অভিযোগের তদন্ত এবং মামলার নিষ্পত্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

২১. স্থানীয় নির্বাচন অফিস কর্তৃক নির্বাচন-পরবর্তী মামলা, অভিযোগ, নির্বাচনী ব্যয় বিবরণীর নথি জনগণের কাছে প্রকাশ ও দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের নির্দেশনা প্রদান এবং তা প্রতিপালন করতে হবে।

২২. নির্বাচনে নির্ধারিত ব্যয়সীমা লঙ্ঘনকারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে, অনিয়ম প্রমাণিত হলে সংসদ সদস্য পদ বাতিলসহ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

কমিশনের অনিয়ম এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত সংস্কার

২৩. ‘নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯’ সংশোধন করতে হবে। এক্ষেত্রে-

- নির্বাচন কমিশনের ব্যয়সমূহ মহা হিসাব নিরীক্ষকের অফিস কর্তৃক নিরীক্ষার আওতায় আনতে হবে।
- নির্বাচন কমিশনের জাতীয় নির্বাচন এবং স্থানীয় নির্বাচনের ব্যয়ের নিরীক্ষা (অডিট) বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

২৪. নির্বাচন অনুষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্তদের সম্মানী/ভাতা প্রদানে বৈষম্য দূর করতে হবে। এজন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা কর্মচারীদের সম্মানী/ভাতা প্রদানে একটি কাঠামো নির্ধারণ করে সেই অনুসারে সম্মানী/ভাতা প্রদান করতে হবে।

২৫. নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিবিধ দুর্নীতির অভিযোগ (নির্বাচনী প্রশিক্ষণ, সম্মানী গ্রহণ, ইভিএম ক্রয় ও কমিশনের কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ, নিয়মবহির্ভূতভাবে বিলাসবহুল গাড়ি ব্যবহার, একটি নির্দিষ্ট বাহিনীর জন্য নির্বাচনী বাজেটের অধিকাংশ বরাদ্দ করাসহ জাতীয় এবং স্থানীয় নির্বাচনে বিবিধ অনিয়মের অভিযোগ) তদন্ত করতে হবে। তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০, ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
E-mail: info@ti-bangladesh.org, Website: www.ti-bangladesh.org, Facebook: TIBangladesh